পরিচ্ছেদ-৫

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম

অনুচ্ছেদ-৫.১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গড়ে তোলার কার্যপদ্ধতি (Procedures), কর্মসূচীসমূহ, কলাকৌশল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপভাবে বাস্তবায়ন, কার্যকর ও পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে ঃ -

অনুচ্ছেদ-৫.২ ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়ন

(ক) অত্র ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)/তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer- **CAMLCO**) এর দায়িত্বে থাকবেন।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১.৩.১(ক) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে ব্যাংকের অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হতে হবে যে এর ফলে ব্যাংকটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না।

(গ) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**CAMLCO**) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, অত্র ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশনা পরিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭, অত্র ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ম্যানুয়েল, গাইডলাইন এবং এতদবিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারনা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫.৩ ঃ উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) মনোনয়ন ঃ

(ক) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**CAMLCO**)কে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য অত্র ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer DCAMLCO) হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**DCAMLCO**) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, অত্র ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশনা পরিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭, অত্র ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ম্যানুয়েল, গাইডলাইন এবং এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারনা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫.৪ ঃ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন ঃ

(ক) শাখা ব্যবস্থাপক, শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা অথবা জেনারেল ব্যাংকিং/ফরেন এক্সচেঞ্জ/ক্রেডিট ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করতে হবে।

(খ) সাধারনতঃ অত্র ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক/দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে ব্যস্ততম শাখায় দ্বিতীয় কর্মকর্তা দৈনন্দিন কাজসহ অন্যান্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকার কারনে BAMLCO এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন জ্যেষ্ঠতম, দক্ষ এবং এএমএল বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাখা ব্যবস্থাপক নিজ দায়িত্বে অফিস অর্ডারের মাধ্যমে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়নপূর্বক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। BAMLCO এর মনোনয়নপত্রে তার কর্মপরিধি এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। BAMLCO সহ ব্যাংকের/শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সার্কুলার, গাইডেন্স নোটস, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর নির্দেশনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে নিজ দায়িত্বে অবহিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৫.৫ ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহী/ কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব ঃ

(১) প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) দায়িত্ব ঃ

(১) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) ব্যাংকের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং এর সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর কার্যক্রম তত্বাবধান করবেন।

(২) ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

(৩) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন ঝুঁকি নির্ধারণ, নিয়মনীতি অনুসরণ, অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ, KYC Procedures বাস্তবায়নের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন/সন্দেহজনক কার্যকলাপ চিহ্নিতকরণ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন রোধ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া;

(৪) প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাবলীর হালনাগাদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখা ;

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদের নিকট দায়ী থাকবেন ;

(৬) অনুসরণীয়, পরিপালনীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশেষ করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জনশক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া;

(৭) পরিপালনীয়, অনুসরণীয় বিষয়াবলী যথাসময়ে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, শাখা এবং বাস্তবায়ন পরিপালনকারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়ন ;

(৮) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে স্ব-নির্ধারণী ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান।

(৯) সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ ও রিপোর্টকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

(ক) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়/শাখা হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষণ ও পুনঃ বিবেচনা;

(খ) লেনদেন তদারকী সম্পর্কীয় রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষণ (সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহায়তায়);

(গ) Internal Suspicious Activity Report (SAR)/STR, CTR BFIU তে রিপোর্ট করা;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন হতে পারে এরূপ সম্ভাব্য কার্যকলাপ সনাক্তকরণের বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ/বাস্তব ও মানসম্মত নীতি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এই নীতিমালার আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে শাখার দলিলায়ন, হিসাব সংরক্ষণ ও বাতিলকরণ বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান;

(চ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ও সুনামের ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত/গণ্য সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালনা পর্ষদকে রিপোর্টকরণ। সন্দেহজনক কার্যকলাপ রোধের গুরুত্ব অনুধাবন করে শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নের উপযোগী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন ;

(ছ) অভ্যন্তরীণ সকল অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের পর সন্দেহজনক কার্যকলাপ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরণ।

(২) শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্বঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার, সার্কুলার লেটার, AML & CFT গাইড লাইনস, গ্রাহক নির্বাচনের অনুসৃত নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা গ্রহণ এবং এতদ্সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ শাখার সকলকে অবহিত করে তা বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) শাখা ব্যবস্থাপক শুধু AML & CFT সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। তাঁকে রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখতে হবে;

(৩) প্রতি মাসে শাখায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত সভা আয়োজনকরণ। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ, সুপারিশ বাস্তবায়নে অর্পিত দায়িত্ব ইত্যাদির লিখিত রেজুলেশন রেকর্ড/রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। শাখা কর্তৃক সভায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং প্রতিবেদনে প্রতিফলিত অনিয়ম, ত্রুটিসমূহ নিয়মিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রেরিত Self Assessment প্রতিবেদনে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ উপস্থাপন করা;

(৪) প্রতিটি শাখা ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক (অত্র ম্যানুয়েলের পরিশিষ্ট-খ) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে এক কপি এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে ;

(৫) সঠিকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা অর্থাৎ KYC, TP, Risk Grading এবং হিসাবের ধরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট গ্রহণ হচ্ছে কিনা তা যাচাইকরণ। প্রয়োজনে তিনি যাচাই এর বিষয়টি লিখিত রেকর্ড রাখতে পারেন;

(৬) বিদ্যমান ব্যাংক হিসাবসমূহের (Existing Bank Account) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও KYC, TP, Risk Grading যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে কিনা তা যাচাই এর লক্ষ্যে সারা বছরের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ;

(৭) গ্রাহকের সম্পদ, পেশা বা আয়ের উৎসের সাথে TP সঙ্গতিপূর্ণ কিনা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাচাই করে সন্তুষ্ট হওয়া;

(৮) এপ্রিল ৩০, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল হিসাব 'সুপ্ত' (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু উত্তোলন করা যাবে না। তবে গ্রাহক কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত গ্রাহকের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন সাপেক্ষে গ্রাহক হিসাবটিতে স্বাভাবিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন।

(৬) কোনো বিদেশী বা অনিবাসী বাংলাদেশীদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ এর বিধানাবলী ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

(৯) শাখায় অবশ্যই লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের একটি আলাদা রেজিষ্টার সংরক্ষণ, অতিরিক্ত EDD গ্রহণ এবং ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং/পর্যবেক্ষণকরণ। Risk Grading এর সময় নিম্ন ঝুঁকি (রিস্ক রেটিং ১৪ এর নীচে রাখা) করার প্রবনতা পরিহারকরণ;

(১০) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শাখায় KYC, TP হালনাগাদ করা;

(১১) নিয়মিত সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেওয়া এবং (STR) সনাক্তকরণে একটি পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ১০.২(১) অনুসরণ করা। CTR এ সন্নিবেশিত লেনদেন, দৈনিক ক্যাশ ট্রানজেকশন রেজিষ্টার পর্যালোচনা করে অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন তল্লাশী করা। এ ধরণের অনুসন্ধান বিষয়ে লিখিতভাবে শাখায় রেকর্ড সংরক্ষণ;

(১২) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) সঠিক ও নির্ভুলভাবে করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ । CTR রিপোর্ট এড়ানোর উদ্দেশ্যে Structuring করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং নিশ্চিতকরণ;

(১৩) মাসিক ভিত্তিতে CTR প্রেরণ করতে হবে। CTR যোগ্য কোন লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে **''নগদ লেনদেন রিপোর্ট যোগ্য কোন লেনদেন নেই''** মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অবহিত করতে হবে বা শূণ্য প্রতিবেদন পাঠাতে হবে;

(১৩) চলমান গ্রাহকের-Walk in or one off customer (ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার ও অন-লাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে) নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, অর্থের উৎস ইত্যাদি (KYC) প্রক্রিয়া অনুসরণকরণ;

(১৪) শাখার বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়মিত মনিটরিংকরণ। গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) তে বৈদেশিক রেমিটেন্স বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান হিসাবের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে TP আপগ্রেড করে তা পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

(১৫) UN Resolution (UNSCR) সমূহ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা সম্পর্কিত Resolution এবং দেশীয় সন্ত্রাসীদের তালিকা সম্পর্কিত স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকায় উল্লেখিত কোনো ব্যক্তি/গ্রুপ/প্রতিষ্ঠানের নামে কোন হিসাব আছে কিনা এবং কোন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে তা CBS এর মাধ্যমে যাচই করে নিশ্চিত হতে হবে;

(১৬) শাখার কর্মকান্ডের বিষয়ে পত্রিকা/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নেতিবাচক কোন সংবাদ হলে তাৎক্ষণিক সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৭) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর বিধান অনুযায়ী শাখায় সংঘটিত লেনদেনের রেকর্ড (বন্ধ হিসাব/ ভাউচার/ রেজিষ্টার/লেজার ও অন্যান্য রেকর্ড) ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণকরণ;

(১৮) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন ও তথ্য প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(১৯) AML ও CFT সম্পর্কিত নিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি এর সিষ্টেম চেক প্রতিবেদনসমূহে উত্থাপিত আপত্তি/অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২০) শাখা ব্যবস্থাপককে AML এবং CFT কার্যক্রম বাস্তবায়নে শাখার অবস্থান/মান (রেটিং) গ্রহণযোগ্য/সম্মানজনক পর্যায়ে রাখতে সচেতন থাকতে হবে;

(২১) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (BAMLCO) দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও তদারকীকরণ নিশ্চিতকরণ।

(৩) শাখার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) এর দায়-দায়িত্বঃ

(১) হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতির ও সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবেন।

(২) KYC,TP সংগ্রহ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণীকরণ কাজ। ভাসমান গ্রাহকের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি (KYC) সম্পাদন ও সংরক্ষণ করবেন।

(৩) গ্রাহকদের লেনদেন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

(৪) প্রতিটি লেনদেন TP সাথে মিলিয়ে দেখা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর TP ও KYC পূনঃমূল্যায়নপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করা;

(৫) ঘোষিত TP এর সাথে অসংগতিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ এবং STR করে যথাযসময়ে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(৬) সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যসম্বলিত Cash Transaction Report (CTR) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। CTR এ সন্নিবেশিত লেনদেন, দৈনিক ক্যাশ ট্রানজেকশন রেজিষ্টার পর্যালোচনা করে অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন তল্লাসী করা। এ ধরণের অনুসন্ধান বিষয়ে লিখিতভাবে শাখায় রেকর্ড সংরক্ষণ;

(৭) নিয়মিত সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেওয়া এবং (STR) সনাক্তকরনান্তে বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক (অত্র ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ নং ১১-পরিশিষ্ট-ক(১) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ রিপোর্ট প্রদান। STR প্রদানে ব্যর্থ হলে BAMLCO দায়ী থাকবেন।

(৮) ঝুঁকি পূর্ণ গ্রাহক নির্বাচন ও রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ঝুঁকি বিশ্লেষণের পর অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবসমূহ নিবিড়ভাবে ও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(৯) ৩০ এপ্রিল, ২০০২ এর পূর্বে খোলা সকল হিসাব সমূহের KYC সম্পন্নকরণ। এ বিষয়ে অত্র ম্যানুয়েল এর ৬.২(৮) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ৩.৫(৫)অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। সুপ্ত হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে Self Assessment সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে এক কপি এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(১১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিতে শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে সভা করা ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন আকারে রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

(১২) শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপে অর্থায়ন রোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;

(১৩) AML ও CFT সম্পর্কিত নিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের সিষ্টেম চেক প্রতিবেদনসমূহে উত্থাপিত আপত্তি/অনিয়মসমূহ নিস্পত্তিকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) AML ও CFT সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি সংরক্ষণ।

(১৫) বিএফআইইউ/সিসিসি কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়ম ঘাটতি তথ্য যথাযথভাবে নিয়মিত করতে হবে।

(১৬) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা শাখার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ঃ

- গ্রাহক পরিচিতি;
- লেনদেন মনিটরিং;
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং;
- স্থানীয় Sanction List সহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন সমূহের বাস্তবায়ন;
- সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রেকর্ড সংরক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শাখা পরিপালন কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবরে প্রেরণ করবেন।

(৪) হিসাব খোলা/রিপোর্টিং কর্মকর্তা এর দায়-

(১) হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবেন।

(২) KYC,TP সংগ্রহ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণীকরণ কাজ। সকল কাগজপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হবেন এবং KYC Profile সম্পাদন ও সংরক্ষণ করবেন। হিসাব খোলার ফরমের প্রতিটি ঘর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করবেন।

(৩) গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৪) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের শ্রেণীকরণ এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা বা Enhanced Due Diligence(EDD) অবলম্বন করতে হবে।

(৫) অত্র ম্যানুয়েল এর অনুচ্ছেদ ৭.০১ হতে ৭.০৫ ও ৭.১২ পর্যন্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

(৫) মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের দায়িত্ব ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী(সংশোধনী) আইন-২০১২ এর আলোকে অধিনস্থ শাখাসমূহ কর্তৃক উহা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকী ও শাখাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(২) প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক শাখা হতে AML সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য/প্রতিবেদন (CTR) সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে সংশোধন করতঃ তা যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা;

(৩) শাখা কার্যালয় পরিদর্শনকালীন সময়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্মন্ধে খোঁজ-খবর গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান ;

(৪) আঞ্চলিক পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের সম্মেলনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিপালন বিষয়ে আলোচনা/এজেন্ডা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ;

৫) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব শাখা পর্যায়ে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে গঠিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ কমিটির কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ (পরিচ্ছেদ-১২ দেখুন)।

(৬) কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখায় BAMLCO নির্বাচন করতঃ AML সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনসহ তথ্য/প্রতিবেদন (CTR/STR, Self Assesment ইত্যাদি) যথাসময়ে সরাসরি CCC তে প্রেরণ করবেন। Self Assesment প্রতিবেদনের এক কপি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(৭) স্থানীয় মূখ্য কার্যালয় BAMLCO নির্বাচন করতঃ AML সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনসহ তথ্য/প্রতিবেদন (CTR/STR, Self Assesment ইত্যাদি) যথাসময়ে সরাসরি CCC তে প্রেরণ করবেন। Self Assesment প্রতিবেদনের এক কপি নিরীক্ষা বিভাগ, প্রকা তে প্রেরণ করবে।

(৬) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বঃ

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিরোধী কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা;

(২) শাখা হতে প্রাপ্ত Self Assessment প্রতিবেদন যাচাই করে কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখা পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন;

(৩) স্বাভাবিক নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী নিরীক্ষাকার্য পরিচালনাকালীন Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া কোন শাখা নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের **পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ**) মোতাবেক শাখার রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(৭) আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটির দায়িত্ব ঃ

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের ন্যূনতম ৩(তিন) টি শাখা পরিদর্শনপূর্বক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি(CCC) এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন/বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ-১০ এর ছক-"ক"তে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপর সরেজমিনে পর্যবেক্ষন/যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (পরিদর্শনকৃত প্রতিটি শাখার আলাদা প্রতিবেদন) পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

(৮) বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ নিরীক্ষা বিভাগ এর দায়িত্ব ঃ

(১) **বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ** কর্পোরেট শাখসমূহ নিরীক্ষার সময় প্রাপ্ত Self Assessment প্রতিবেদন যাচাই করে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া শাখার নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের **পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ)** মোতাবেক শাখার রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(২) **প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ:** স্থানীয় মূখ্য কার্যালয় নিরীক্ষার সময় প্রাপ্ত Self Assessment (অর্ধ বার্ষিক ভিত্তিক) প্রতিবেদন যাচাই করে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের **পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ)** মোতাবেক স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(৯) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর দায়িত্ব ঃ

পর্যায়ক্রমে সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠছে। সে **প্রেক্ষিতে** মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে ব্যাংকের 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল' কে (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবে।

পরিচ্ছেদ-৬

অনুচ্ছেদ-৬.১ মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২৫ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যথাঃ--

(ক) গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

ঘ) এ আইনের ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক--

ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে।

(৪) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ধারা ১৬ অনুযায়ী যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে।

অনুচ্ছেদ-৬.২ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঃ

২০১২ সালের ৫ নং আইনের ৯ নং ধারা (সংশোধন ২০১৫) অনুযায়ী-

"(১) অন্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হবে।

(২) এই আইনের (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২) অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section ৩ এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২) আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবে।"

অনুচ্ছেদ-৬.৩ ঃ

(ক) মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড ঃ

২০১২ সালের ৫ নং আইনের ৪ নং ধারা (সংশোধন ২০১৫) অনুযায়ী-

'' (১) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা

(২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদন্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদন্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদন্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"

(খ) **তথ্য প্রকাশের দন্ড ঃ**

(১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না।

(২) এ আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

(গ) তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দন্ডঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন-

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে;

--তিনি এ আইনের অধীন অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

(ঘ) **মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ডঃ।**

(১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৬.৪ ঃ রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ

(ক) (১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ ধারা ২৫(১)(খ) এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কোন গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র উক্ত গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার দিন হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বছরকাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগ্রহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, হিসাব সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ এবং কোন গ্রাহকের বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) Walk-in Customer কর্তৃক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত লেনদেন সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে হবে।

(৫) হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কারো অনুরোধে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অর্থ প্রেরণের তারিখ হতে অন্যূন পাঁচ বছরকাল সংরক্ষণ করবে।

(৬) বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের কোন তথ্য চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

(খ) শাখায় AML ও CFT সংক্রান্ত ১৩টি নথি বা ফাইল সংরক্ষণ ঃ

ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে কোন হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে উহার তথ্য ও ডকুমেন্টসমূহ ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক উহা সরবরাহের নিমিত্তে BAMLCO শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে AML ও CFT সংক্রান্ত নিম্ন বর্ণিত ১৩টি নথি বা ফাইল আলাদাভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে ঃ-

১) এএমএল সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার;
২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের CCC এর নির্দেশনা/গাইডলাইনস ইত্যাদি বিষয়ক ফাইল;
৩) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
৪) শাখার BAMLCO এর নিয়োগপত্র/অফিস অর্ডার;
৫) হিসাব খোলা/ রিপোর্টিং অফিসারের নিয়োগপত্র/ অফিস অর্ডার;
৬) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা;
৭) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR)সংক্রান্ত ফাইল;
৮) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) সম্পর্কিত ফাইল;
৯) KYC Procedure সম্পন্নকরণ (৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের- সুপ্ত হিসাবের) সম্পর্কিত;
১০) TP ও KYC হালনাগাদকরণ (আপগ্রেড)/মনিটরিং;
১১) Self Assessment সংক্রান্ত ফাইল;
১২) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন (System check) সম্পর্কিত ফাইল;
১৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, দুদক, এনবিআর, কাস্টমস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংক্রান্ত ফাইল।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের CCC এর সার্কুলার, নির্দেশনা, পত্র, পরিপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র উল্লিখিত ১৩টি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক/BAMLCO মনিটর করবেন।

অনুচ্ছেদ-৬.৫ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ

(ক) নিয়োগ ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে অত্র ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করতে হবে ঃ

(১) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে, যাতে কোন স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যাংক এ ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এ ক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জনবল নিয়োগের সময় যথাযথভাবে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে/সেলে উপযুক্ত সংখ্যক সম্যক বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণঃ

(১) ব্যাংকের কাজের সাথে সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি বিবেচনায় কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শাখা/আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এএমএল ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(১) ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে, যাতে করে সকলেই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১১.২ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর গাইডলাইন্স, ম্যানুয়েল ও বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পত্র, পরিপত্রের আলোকে অত্র ব্যাংকের স্টাফ কলেজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের AML/CFT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(৩) স্টাফ কলেজ কর্তৃক অত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১সপ্তাহ বা তদূর্ধ্ব মেয়াদে পরিচালিত (AML/CFT ছাড়া) যে কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্ততঃ ১(এক)টি অধিবেশন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এর উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৪) কর্পোরেট শাখা/শাখা ব্যবস্থাপক নিজ শাখার অভ্যন্তরে সময়ে সময়ে শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে, সেখানে প্রয়োজনে অঞ্চল প্রধান বা তার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

(৫) শাখা সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অন্যান্য বিষয়ে গৃহীত প্রশিক্ষণের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(গ) শিক্ষণ- ব্যাংক গ্রাহক :

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে ঃ

(১)) গ্রাহকের হিসাব খোলার সময় গ্রাহক পরিচিতি (KYC) ও লেনদেনের অনুমিত মাত্রাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাহকের বিভিন্ন প্রশ্নের যৌক্তিক জবাবসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে সচেতন করতে সময় সময় লিফলেট বিতরণ এবং প্রতিটি শাখায় দৃশ্যমান স্থানে পোষ্টার/বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) এছাড়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৭
গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হলে এবং তা ব্যবহার করলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ জোরদারকরণে ইহা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদি অসত্য (false) পরিচিতি প্রদান করে কোন গ্রাহক হিসাব খুলে জালিয়াতি (fraud) বা মানিলন্ডারিং কার্যক্রম করে থাকে, তবে তাকে অনুসন্ধান করা (trace) যায় না। গ্রাহকের মিথ্যা নাম, ঠিকানা বা জন্ম তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তকালে সাক্ষাতকারের প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের অনুসন্ধান করা যায় না। কাজেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আর্থিক খাতকে এর ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা ঃ

১। ব্যাংকের সাথে কোনরূপ হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যাংকিং সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

২। প্রকৃত সুবিধাভোগী তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হচ্ছে (Beneficial Owner);

৩। বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় ট্রাস্ট ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (যেমন, আইনজীবি/প্রতিষ্ঠান, চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) কর্তৃক পরিচালিত হিসাবের ট্রাস্টি, মধ্যস্থতাকারী বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগী;

৪। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ইস্যু বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্যান্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক লেনদেন এর তুলনায় কোন লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের' বলে বিবেচিত হবে।

৫। বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্তা।

অনুচ্ছেদ-৭.২ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা ঃ

গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে ঃ

(১) বেনামে, ছদ্মনামে বা শুধু নম্বরযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না;

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে; এবং

(৩) Shell Bank এর সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না;

(৪) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৩ গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer -- KYC) ঃ

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই প্রক্রিয়া (KYC-Know Your Customer) সম্পাদন করতে হবে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :

(১) গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(২) ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবধারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে (Uniform Account Opening Form) নির্দেশিত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ ও উহার সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

(৩) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
(৪) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারি কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
(৫) হিসাবধারী ব্যতিত অন্য কাউকে (Walk-in Customer) লেনদেনে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমন ঃ ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার বা অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি) এ ম্যানুয়েলের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
(৬) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে এনআইডি যাচাই সংক্রান্ত ব্যাংকের চুক্তি অনুযায়ী নতুন ঋণ প্রদান ও আমানত হিসাব খোলার সময় নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এনআইডি যাচাই করে তার KYC সংক্রান্ত তথ্য ভেরিফিকেশন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৪ CDD (Customer Due Diligence) ঃ

(১) Customer Due Diligence (CDD) বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।
(২) গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে -
(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;
(খ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;
(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারন থাকবে যে ইতিপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির সপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং
(ঘ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত এরূপ সন্দেহ হলে।
(৩) গ্রাহকের পরিচিতি এবং ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। "ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে।
(৪) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
(৫) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
(৬) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্তকরণপূর্বক ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী'র পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে ঃ
(ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
(খ) যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং
(গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার অথবা ২০% বা তদুর্ধ্ব একক শেয়ার হোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

১.জাতিসংঘের Sanction তালিকা ভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজ্যুলুশনে বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। এই তালিকাসমূহ http://www.un.org/sc/committees/index.shtml অথবা http://www.bb.org.bd/aboutus/dept/bfiu/sanction_list.php ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

২. বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৫ CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয় ঃ

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(১) ব্যাংক শাখা উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দিবে।

(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৬ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence--EDD) ঃ

ব্যাংক কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(৪) উক্ত হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর মনিটর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৭ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons --PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

Politically Exposed Persons (PEPs) এর হিসাব খোলা ও হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, অত্র ম্যানুয়েল এর ৭.২ হতে ৭.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ

(১) ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেজ ব্যবহার ইত্যাদি) করতে হবে।

(২) PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকের উপযুক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে;

(৩) এছাড়াও এ সার্কুলারের ৭.৬ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে; এবং

(৫) PEPs Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত অনিবাসীদের হিসাব খোলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান যথারীতি পরিপালন করতে হবে।

(৬) Politically Exposed Persons (PEPs) বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

The following individuals of other foreign countries must always be classed as PEPs:

i. heads and deputy heads of state or government;
ii. senior members of ruling party;
iii. ministers, deputy ministers and assistant ministers;
iv. members of parliament and/or national legislatures;
v. members of the governing bodies of major political parties
vi. members of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject ot further appeal, except in exceptional circumstance;
vii. heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;
viii. heads of state-owned enterprise.

PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'PEPs' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.৮ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ধরনের গ্রাহকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে বা হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে অনুচ্ছেদ ৭ এর ১ হতে ৪ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

The following individuals must always be classed as influential persons:

(a) heads and deputy heads of state or government;
(b) senior members of ruling party;
(c) minsters, state ministers and deputy ministers;
(d) members of parliament and/or national legislatures
(e) members of the governing bodies of major political parties;
(f) Secretary, Additional secretary, joint secretary in the minister;
(g) Judges of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;
(h) governors, deputy governors, executive directors and general manager of central bank;
(i) heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;
(j) heads of state-owned enterprises;
(k) members of the goveening bodies of local political parties;
(l) ambassadors, charges d'affaires or toher senior diplomats;
(m) city mayors or heads of municipalities who exercise genuine political or economic power;
(n) board members of state-owned enterprise of national political or economic importance.

প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কিনা তা নির্ধারন করতে হবে। এধরণের গ্রাহকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে অনুচ্ছেদ ৭.৭ এর (১) হতে (৫) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৬ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে "persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions" কে বুঝাবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.১০ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে না পারে সেজন্য আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Cross Border Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন এবং তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় হবে ঃ

(১) করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পূর্বে পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারক করা হয়, এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবলমাত্র কোনো বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে বা বজায় রাখা যাবে।

(৩) কোন Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না। (Shell Bank বলতে ঐসব ব্যাংককে বুঝাবে যাদের যে দেশে ইনকর্পোরেটেড সে-দেশে কোন শাখা বা কার্যক্রম নেই এবং কোন নিয়ন্ত্রিত আর্থিক গ্রুপ (regulated financial group) এর আওতাভূক্ত নয়)।

(৪) যে সব করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে বা হিসাব সংরক্ষণ করে বা সেবা প্রদান করে তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না।

(৫) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-Cooperative Jurisdictions হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা বা **Enhanced Due Diligence -EDD** অবলম্বন করতে হবে। এসব ব্যাংকের সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তাদের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদেরকে করেসপন্ডেট ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে (অর্থাৎ Payable through accounts) তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের গ্রাহকের CDD সম্পাদন করতে হবে;
(খ) করেসপন্ডেট ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের CDD বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে নিশ্চিত করতে হবে। এখানে "Payable through accounts" বলতে "Correspondent accounts that are used directly by third parties to transact business on their own behalf" বুঝাবে।

(৭) বর্ণিত নির্দেশনাবলী বিদ্যমান সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই নির্দেশনার আলোকে বিদ্যমান করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে।

আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং বলতে যে কোন এক ব্যাংক (করেসপন্ডেন্ট) কর্তৃক অন্য ব্যাংককে (রেসপন্ডেন্ট) ব্যাংকিং সেবা প্রদানকে বুঝাবে। এরূপ ব্যাংকিং সেবা বলতে ক্রেডিট, ডিপোজিট, কালেকশন, ক্লিয়ারিং, পেমেন্ট, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, আন্তর্জাতিক ওয়ার ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফ্ট এর জন্য ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট বা অনুরূপ অন্য কোন সেবা প্রদানকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭.১১ স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংক তাদের স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা ব্যাংক শাখায় স্বশরীরে উপস্থিত না হয়ে ব্যাংকের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে এবং পরিচালনা করে থাকে।

অনুচ্ছেদ-৭.১২ ব্যাংকের গ্রাহক নির্বাচনে অনুসরণীয়/অনুসৃত নীতিমালাঃ

ক্রঃ নং	শিরোনাম	নীতি	পদ্ধতি
১	ব্যক্তিক হিসাবের প্রাথমিক যোগ্যতা	প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং দেউলিয়া নয় এমন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক/নাগরিকগণ নিজ নামে বা যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন ও সেবা গ্রহন করতে পারবেন।	প্রচলিত আইন ও নিয়মের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধনী) আইন,২০১২, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম, গ্রাহকের ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী, কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরম, টিপি গ্রহণ এবং অর্থের উৎসসহ ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে (ক) জাতীয়তাসনদপত্র (খ) টিআইএন নম্বর/ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে) (গ) পাসপোর্ট ও নিয়োগকর্তা প্রদত্ত পরিচিতিপত্র অথবা ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র যে কোন একটি (ঘ) হিসাবধারীর আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোকপি (আবশ্যিকভাবে) গ্রহনীয়। (ঙ) যথানিয়মে নমিনী মনোনয়ন গ্রহন ও সংরক্ষণ।
২	নাবালক	নাবালকদের পক্ষে তাদের অভিভাবক হিসাব খুলতে পারবেন।	নাবালক ও অভিভাকের উভয়েরই কেওয়াইসি করতে হবে, উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ও অর্থের উৎস যৌক্তিক পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে এবং গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৩	নিরক্ষর ব্যক্তি	যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে হিসাব খুলতে পারবে।	নিরক্ষর ব্যক্তির কেওয়াইসি করতে হবে। কেবলমাত্র আমানতকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৪	গ্রাহকের তথ্য যাচাই	যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতির স্বপক্ষে দলিলাদি সংগ্রহ করা যাবে না বা তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যাবে না, ব্যাংক সে সকল হিসাব খুলবে না এবং পরিচালনা করবে না।	-
৫	PEP's এর হিসাব	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সার্কুলার-১৪ এ বর্ণিত PEP's এর হিসাব ব্যাংক খুলতে পারবে। (Individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country for example Head of State or government senior officials, senior government judicial or military officials, senior executive of state owned corporation, important political party officials কে PEP's হিসেবে বিবেচনা করতে হবে)	- ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে ব্যাংকের উর্ধ্বতন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। - হিসাবে লেনদেনকৃত অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। - সকল PEP's হিসাব উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতার সাথে কেওয়াইসি করতে হবে এবং লেনদেন মনিটরিং করতে হবে। PEP's সনাক্তকরণে সমস্যা হলে প্রধান কার্যালয়ের সহায়তা নিতে হবে। - PEP's হিসাব খোলা ও পরিচালনা সময় Foreign Exchange Regulation Act, 1949 এবং Guidelines for Foreign Exchange Transaction যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পরবর্তীতে গ্রাহক PEP's হিসেবে পরিগণিত হলে অথবা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কেহ PEP's হলে উক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

৬	অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী নাগরিক	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী নাগরিক ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	কেওয়াইসি, টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি গ্রহণ করবে। Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এবং Guidelines for Foreign Exchange Transaction যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৭	পর্দানশীল মহিলা	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্দানশীল মহিলার ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	হিসাব খোলার সময় শাখা ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে গ্রাহকের স্বশরীরে উপস্থিতি থাকতে হবে এবং পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক নং-০১ এ বর্নিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৮	দৃষ্টিহীন ব্যক্তি	যে কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজের পছন্দের জন্য ব্যক্তির সহায়তায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	গ্রাহক এবং সহায়তাকারী উভয়ের কেওয়াইসি সম্পন্ন করতে হবে এবং অর্থ উত্তোলনের সময় উভয়কে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক নং-০১ এ বর্নিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৯	বিদ্যমান গ্রাহক	যদি কোন গ্রাহকের (ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ গ্রুপ) হিসাব ব্যাংক সংরক্ষণ করে তবে তার অন্য হিসাবও ব্যাংক খুলতে পারবে।	এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের পূনরায় কেওয়াইসি করার প্রয়োজন হবেনা তবে কোন তথ্য পরিবর্তিত হলে তা হালনাগাদ করতে হবে। নতুন হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে।
১০	পার্টনারশীপ	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পার্টনারশীপ ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	পার্টনারশীপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্সসহ অংশীদারদের পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১১	প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব	আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠান নিজ নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবে।	- প্রতিষ্ঠানটি একটি আইনগত সত্ত্বা হলে তার স্বপক্ষে দলিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রেডলাইসেন্স/রেজিষ্ট্রেশন সনদ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। - হিসাবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের কেওয়াইসি নিশ্চিত করতে হবে। - হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। - হিসাবের বেনিফিসিয়াল ওনার চিহ্নিত করতে হবে। - সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সিগনেটরিজের ক্ষমতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হতে হবে এবং তার কেওয়াইসি করতে হবে। - লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষনা, যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি (কোম্পানী বা তাহার পরিচালকগনের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদি সঠিকভাবে যাচাই এর লক্ষ্যে রেজিষ্টার অব জয়েন ষ্টক কোম্পানীজ এর সাহায্য চাওয়া যেতে পারে)। - - বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধিত দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে তথায় যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সমীচীন হতে পারে।
১২	সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটির নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন , অফিস কর্মকর্তাগনের (অফিস বেয়ারারস) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত(রেজুলেশন)এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ।

১৩	বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগনের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের পূর্ণাঙ্গ কেওয়াইসি এবং হিসাব পরিচালনাকারীদের বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১৪	ট্রাষ্ট বোর্ড	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ট্রাষ্ট বোর্ড নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	ডিড অব ট্রাষ্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাষ্ট বোর্ডের সদস্যগনের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১৫	এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান	ব্যাংক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কোন এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন এর হিসাব খুলতে পারবে।	অফিস কর্মকর্তাগনের বিবরণ (অফিস বেয়ারারস), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি, বাইলজ বা সংবিধান, রেজিষ্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদি গ্রহণ। NGO Bureu Registration আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন-বিশেষভাবে যে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা বিশেষ কালচার ও গোষ্ঠি নিয়ে কাজ করে, সে সকল ক্ষেত্রে হিসাব খোলা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং অধিকতর গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লেনদেন মনিটরিং করতে হবে।
১৬	Executors Administrators Trustee হিসাব	প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে ব্যাংক Executors Administrators এবং Trustee হিসাব খুলতে পারবে।	হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সিগনেটরিজের ক্ষমতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হতে হবে। হিসাবের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের কেওয়াইসি নিশ্চিত করতে হবে। হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। হিসাবের বেনিফিসিয়াল ওনার চিহ্নিত করতে হবে।
১৭	ছদ্মনামে ও নম্বরযুক্ত হিসাব	ছদ্ম নামে বা শুধুমাত্র নম্বরযুক্ত কোন হিসাব খোলা যাবে না।	-
১৮	Shell Bank and others	ব্যাংক Shell Bank এর সাথে কোন ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সাথে কোন ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করবে না।	-
০	ML/TF সন্দেহভাজন	গ্রাহক মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কাজে অর্থ যোগানে জড়িত, ব্যাংক যদি তা জানে বা জোড়ালোভাবে সন্দেহ করার কারণ থাকে তবে ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব খুলবে না।	-
২১	Online হিসাব	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরবর্তী কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত গ্রাহকের স্বশরীরে উপস্থিত ব্যতীত Online হিসাব খোলা যাবেনা।	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী নাগরিকগনের কেওয়াইসি, টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে হিসাব খুলতে পারবে।

২২	হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত গ্রাহক (ভাসমান/চলন্ত গ্রাহক -Walk in/ One off customer)	হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত গ্রাহক কর্তৃক রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সংরক্ষণ করতে হবে (প্রেরকের পূর্ণ পরিচিতির বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে)।	-
২৩	Sanction List	UN Sanction List, OFAC Sanction List এবং বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত/প্রেরিত অন্য যে কোন Sanction List ভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব ব্যাংক খুলবে না এবং পরিচালনা করবে না।	জাতিসংঘের Sanction তালিকাভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজুলেশন বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

৭.১৩ Positive Pay পদ্ধতি অনুসরণঃ

ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে উপস্থাপিত ৳ ৫,০০,০০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ) এবং তদুর্ধ্ব মূল্যমানের চেক পরিশোধ করার জন্য গ্রাহকের নিকট থেকে Positive Payment Instruction বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে এখন থেকে নতুন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Positive Payment System এর আওতায় নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে এবং চালু হিসাবের ক্ষেত্রেও গ্রাহকের নিকট থেকে Positive Payment বিষয়ে সম্মতিপত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি শাখা Positive Payment Instruction এর বিষয়ে তাদের গ্রাহকদের সচেতন করবে। উল্লেখ্য, Positive Payment Instruction ফরম সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাসমূহ নিজ উদ্যোগে গ্রাহকের নিকট থেকে এ সম্পর্কিত সম্মতিপত্র গ্রহণ করবে।

৭.১৪ ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন পদ্ধতিঃ

কোন গ্রাহকের হিসাব খোলার সময় এতে মানিলন্ডারিং এর ঝুঁকি আছে কিনা তা যতটা সম্ভব যাচাই করা প্রয়োজন। এরূপ যাচাই করার একটি পদ্ধতি হলো ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন। KYC Profile Form পূরণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গ্রাহক বিভাজন করা যেতে পারে। এতে ৭টি ক্যাটাগরিতে ১ থেকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত অংক/রেটিং এর ভিত্তিতে গ্রাহকের উচ্চ ঝুঁকি মাধ্যমে ঝুঁকি ও নিম্ন ঝুঁকি প্রকৃতিতে বিভাজন করা হয়। ঝুঁকিভিত্তিক বিভাজনের সাতটি ক্যাটাগরি নিম্নে দেখানো হলো ঃ

১. গ্রাহকের পেশা ও ব্যবসার প্রকৃতি।

২. ব্যবসার নেটওয়ার্ক।

৩. হিসাব খোলার ধরণ।

৪. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ।

৫. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা।

৬. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণ।

৭. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা।

১.জাতিসংঘের Sanction তালিকা ভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজ্যুলুশনে বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। এই তালিকাসমূহ - www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml এ পাওয়া যাবে।

২. বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।